দানিয়েলের বই - নম্বর একশো সাতান্ন

দানিয়েলের গ্রন্থে কুরুশের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদের রহস্য উদ্ঘাটন

Jeff Pippenger
2024-03-25

দশম অধ্যায়ের প্রথম পদে জানানো হয়েছে যে সেটি সাইরাসের তৃতীয় বছর ছিল, কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে জানানো হয়েছে যে দানিয়েল কেবল সাইরাসের প্রথম বছর পর্যন্তই জীবিত ছিলেন, বা অব্যাহত ছিলেন।

> আর দানিয়েল রাজা কীরূষের প্রথম বর্ষ পর্যন্ত থাকলেন। দানিয়েল ১:২১।

দুই বছর ধরে সাইরাস মেদীয় দারিয়ুসের সঙ্গে কার্যত যৌথভাবে শাসন করেছিলেন; তাই সেটি ছিল তাঁর তৃতীয় বছর, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর প্রথম বছরও ছিল।

> পারস্যের রাজা সাইরাসের তৃতীয় বৎসরে দানিয়েলের কাছে—যাঁহার নাম বেল্তশৎসর বলা হইত—এক বিষয় প্রকাশিত হইল; এবং সেই বিষয় সত্য ছিল, কিন্তু নির্ধারিত কাল দীর্ঘ ছিল; আর তিনি সেই বিষয় বুঝিয়াছিলেন, এবং দর্শনের অর্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দানিয়েল ১০:১।

ভবিষ্যদ্বাণীতে সাইরাসকে দানিয়েলের প্রথম ও শেষ দর্শনে উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধসমূহে যেমন দেখানো হয়েছে, দানিয়েলের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রথম স্বর্গদূতকে চিহ্নিত করা হয়, তখন তার মধ্যে প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ের তিনজন স্বর্গদূতের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। প্রথম স্বর্গদূতের মধ্যে যে অনন্ত সুসমাচারের তিনটি ধাপ উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলো হলো: "ঈশ্বরকে ভয় করো," "তাঁকে মহিমা দাও," কারণ "তাঁর বিচারের সময় এসে গেছে।"

দানিয়েল এবং তিনজন যোগ্য ব্যক্তি “ঈশ্বরকে ভয়” করতেন বলেই তাঁরা বাবিলের খাদ্যতালিকা প্রত্যাখ্যান করে নিরামিষভোজী থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তী দৃশ্যমান পরীক্ষায়, যারা বাবিলীয় খাদ্যতালিকা গ্রহণ করেছিল তাদের তুলনায় সুস্থ-সবল চেহারার মাধ্যমে দানিয়েল ও সেই তিনজন যোগ্য ব্যক্তি “ঈশ্বরকে মহিমা” দিয়েছিলেন। তিন বছর পরে “বিচারের সময়” উপস্থিত হলো, যখন নবূখদ্নেসর তাদের পরীক্ষা করে দেখলেন যে তারা সকল বাবিলীয় জ্ঞানীদের চেয়ে দশ গুণ অধিক জ্ঞানী।

চিরস্থায়ী সুসমাচারের তিনটি ধাপ দানিয়েলের শেষ অধ্যায়েও এমন এক প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যার মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধি সেই সকলকে শুদ্ধ করে, শুভ্র করে এবং পরীক্ষা করে, যারা শেষকালে সিলমোহর খোলা আলোর কাছে জবাবদিহি করে। দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়ে যেমন, তেমনি শেষ অধ্যায়েও, প্রথম স্বর্গদূতের—যার মধ্যে তিন স্বর্গদূতই অন্তর্ভুক্ত—তিনটি ধাপ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু প্রথম অধ্যায়টি প্রথম স্বর্গদূতের চিরস্থায়ী সুসমাচার, তাই দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দের দ্বিতীয় স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে পশুর মূর্তি বা খ্রিস্টের মূর্তির পরীক্ষা উপস্থাপিত হয়েছে, যেমনটি ছিল প্রথম অধ্যায়ের তিন ধাপের মধ্যে দ্বিতীয় পরীক্ষায়।

যেহেতু দানিয়েলের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত বাক্যের চৌদ্দ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তৃতীয় অধ্যায় এবং দুরা সমভূমির পরীক্ষাটি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে পশুর চিহ্ন গ্রহণ না করার সতর্কবাণী রয়েছে। দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়ে কোরেশের প্রথম বর্ষের উল্লেখ আছে, আর দশম অধ্যায়ে, যা দানিয়েলের শেষ দর্শন, সেখানে কোরেশের তৃতীয় বর্ষের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু আমরা জানি সেই তৃতীয় বর্ষই তাঁর প্রথম বর্ষ, কারণ দানিয়েল কেবল কোরেশের প্রথম বর্ষ পর্যন্তই ছিলেন।

সুতরাং সাইরাস এমন এক প্রথম বছরের প্রতীক, যার মধ্যে তিনটি বছর অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার প্রতীক। সাইরাসের প্রথম বছরের উল্লেখ ড্যানিয়েলের প্রথম দর্শনের শেষ পদে আছে, এবং আবার ড্যানিয়েলের শেষ দর্শনের প্রথম পদেও তা উল্লেখিত। সাইরাসের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকত্ব স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা প্রথমে নির্ণয় করছি যে তিনি প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার প্রতিনিধিত্ব করেন। এটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে নিরূপণ করা যায় এই কারণে যে ড্যানিয়েল সাইরাসের তৃতীয় বছরকে তাঁর প্রথম হিসেবে চিহ্নিত করেন; কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি চিহ্নিত হয় সেই প্রথম ফরমান দ্বারা, যা তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

দশম অধ্যায়ে পারস্যের রাজাদের সঙ্গে গাব্রিয়েলের যে সংগ্রাম চলছিল, তা ছিল কোরসকে সেই অবস্থায় আনয়নের বিষয়ে, যাতে তিনি তা কার্যকর করে তিনটি ফিরমানের মধ্যে প্রথমটি জারি করেন, যা ইহুদিদের ফিরে এসে যিরূশালেম ও মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দিত। তৃতীয় ফরমানটি তেইশ শত বর্ষের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনাকে চিহ্নিত করত, যা শেষ হয়েছিল যখন তৃতীয় স্বর্গদূত ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর উপস্থিত হয়। তৃতীয় ফরমানটি তৃতীয় স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করত, এবং সেই কারণে কোরসের প্রথম ফরমানটি ১৭৯৮ সালে প্রথম স্বর্গদূতের আগমনকে প্রতিনিধিত্ব করত। কোরস প্রথম স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং এই কারণেই দানিয়েলের পুস্তকে তাঁর প্রথম বছর তিন বছরকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

অতএব সাইরাস 'শেষ সময়'-এর প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ ১৭৯৮ সালে যখন প্রথম স্বর্গদূত (সাইরাস) এসেছিলেন, তখনই 'শেষ সময়' উপস্থিত হয় এবং দানিয়েলের পুস্তকের সীল খোলা হয়েছিল। সাইরাস নামটি প্রাচীন পারসিক শব্দ 'Kūruš', যার অর্থ 'সূর্য', এবং এলামীয় শব্দ 'kursh', যার অর্থ 'সিংহাসন',—এই দুটির সংযোজনে উদ্ভূত বলে বিশ্বাস করা হয়, যা রাজকীয় কর্তৃত্ব বা রাজত্বের সঙ্গে এক সংযোগ নির্দেশ করে। ইশাইয়াও সাইরাসের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে উল্লেখ করেছেন।

> যিনি কোরেশ সম্পর্কে বলেন, 'সে আমার রাখাল, এবং সে আমার সমস্ত ইচ্ছা সম্পাদন করবে'— যিরূশালেমকে বলে, 'তুমি নির্মিত হবে'; আর মন্দিরকে বলে, 'তোমার ভিত্তি স্থাপিত হবে।' প্রভু তাঁর অভিষিক্ত কোরেশকে এই বলেন— যার ডান হাত আমি ধরেছি, যাতে তার সামনে জাতিগণ বশীভূত হয়; আমি রাজাদের কোমরের বন্ধন ঢিলে করে দেব, তার সামনে দু-পাটি দরজা খুলে দেব; আর সেই দরজাগুলো বন্ধ হবে না। আমি তোমার আগে যাব এবং বাঁকানো পথগুলো সোজা করব; আমি পিতলের দরজাগুলো টুকরো টুকরো করে ভাঙব এবং লোহার দণ্ডগুলো দুই টুকরো করে কেটে ফেলব। আর আমি তোমাকে অন্ধকারের ধনরত্ন এবং গুপ্ত স্থানের লুকানো ঐশ্বর্য দেব, যাতে তুমি জানতে পার যে আমি, প্রভু, যিনি তোমাকে তোমার নামে ডাকি, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর। আমার দাস যাকোবের কারণে এবং আমার মনোনীত ইস্রায়েলের জন্যই আমি

> তোমাকে তোমার নামে ডেকেছি; তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে উপাধি দিয়েছি। আমি প্রভু, আর অন্য কেউ নেই; আমার ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই; তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে কোমর বেঁধে দিয়েছি; যাতে পূর্ব দিকের সূর্যোদয় থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবাই জানে যে আমার ছাড়া আর কেউ নেই। আমি প্রভু, আর অন্য কেউ নেই। ইশাইয়া ৪৪:২৮-৪৫:৬।

করিন্থ খ্রিস্টের প্রতিরূপ ছিলেন, কারণ তিনি প্রভুর 'অভিষিক্ত' ছিলেন এবং তাঁকে ঈশ্বরের 'মেষপালক' বলা হয়েছিল—যিনি ইয়েরুশালেমে নির্মাণ করেন এবং মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি সেইজন, যিনি বন্ধ দ্বার খুলে দেন; যেরূপ খ্রিস্ট সেইজন, যিনি খুলেন আর কেউ বন্ধ করতে পারে না, এবং বন্ধ করেন আর কেউ খুলতে পারে না। আর করিন্থকে দেওয়া হয়েছে 'অন্ধকারের ধন এবং গুপ্ত স্থানের লুক্কায়িত ঐশ্বর্য'। সংস্কারমূলক আন্দোলনের ধারায় করিন্থ বহু মাইলফলকের পূর্তি ঘটান।

তিনি অন্তরে সময়কে চিহ্নিত করেন, যখন প্রথম স্বর্গদূত আসে, যখন দানিয়েলের গ্রন্থের সীল খোলা হয় এবং তখন জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে, যা আসে "অন্ধকারের ধনভাণ্ডার, এবং গোপন স্থানের লুক্কায়িত সম্পদ" থেকে। ঐ "অন্ধকারের ধনভাণ্ডার, এবং গোপন স্থানের লুক্কায়িত সম্পদ" গড়ে তোলে "ভিত", যা "নির্মিত" হয়, এবং "মন্দির", যা "স্থাপিত" হবে। খ্রিস্ট, যিনি সাইরাসের দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিলেন, তিনি প্রভুর "অভিষিক্ত", যেমন খ্রিস্ট তাঁর বাপ্তিস্মে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। অতএব সাইরাস কেবল প্রথম স্বর্গদূতের আগমনই নন, তিনি সেই দ্বিতীয় স্বর্গদূতও, যে প্রথম স্বর্গদূতকে ক্ষমতাবান করে যখন তা নেমে আসে, যেমন খ্রিস্ট অভিষিক্ত হওয়ার সময় পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর খ্রিস্ট সর্বপবিত্র স্থানে প্রবেশের দরজা বা "ফটক" খুলে দেন, যে ফটকটি আগে বন্ধ ছিল। সাইরাস তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনও চিহ্নিত করেন।

সাইরাস হলেন প্রথম স্বর্গদূত, এবং প্রথম স্বর্গদূত তিন স্বর্গদূতের সব উপাদানই ধারণ করে। সাইরাস হলেন ১৭৯৮ সালের শেষকালের সময়, যখন প্রথম স্বর্গদূত এসেছিল। সাইরাস ১১ আগস্ট, ১৮৪০-কে প্রতিনিধিত্ব করেন, যখন প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (অভিষিক্ত) হয়েছিল। তিনি ভিত্তি স্থাপনের কাজকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যা ১৮৪২ সালের মে মাসে ১৮৪৩ সালের চার্ট প্রণয়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি মন্দির নির্মাণকেও প্রতিনিধিত্ব করেন, কারণ ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল প্রথম হতাশায় দুই শ্রেণি পৃথক হয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের মহা হতাশায় দ্বিতীয় বিচ্ছেদকেও প্রতিনিধিত্ব করেন।

মিলারাইটদের সংস্কার আন্দোলনের সব মাইলফলকই সাইরাসের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছিল, এবং অতএব সেই মাইলফলকগুলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের মাইলফলকগুলোকেও প্রতীকায়িত করছে। মিলারাইট আন্দোলনের আগে সেই সব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, যেগুলো খ্রিস্ট চিহ্নিত করেছিলেন যে সেগুলো মিলারাইটদের ইতিহাসের পূর্বে ঘটবে।

> ভবিষ্যদ্বাণী শুধু খ্রিস্টের আগমনের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যই পূর্বেই জানায় না, বরং এমন লক্ষণও দেখায় যার দ্বারা মানুষ জানতে পারে কখন তা নিকটবর্তী। যীশু বলেছিলেন: ‘সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রে লক্ষণ থাকবে।’ Luke 21:25. ‘সূর্য অন্ধকার হবে, এবং চাঁদ তার আলো দেবে না, এবং আকাশের তারাগুলি পড়ে যাবে, এবং আকাশে যে শক্তিগুলি আছে, সেগুলি কেঁপে উঠবে। এবং তখন তারা মানবপুত্রকে মহান শক্তি ও মহিমা নিয়ে মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে।’ Mark 13:24-26. দ্বিতীয় আগমনের পূর্বলক্ষণগুলির প্রথমটিকে দ্রষ্টা

> এভাবেই বর্ণনা করেছেন: ‘একটি মহাভূমিকম্প হল; এবং সূর্য কেশজাত টাট কাপড়ের মতো কালো হয়ে গেল, এবং চাঁদ রক্তের মতো হয়ে গেল।’ Revelation 6:12.
>
> এই নিদর্শনসমূহ ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনার আগে প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। এই ভাববাণীর পরিপূর্তিতে ১৭৫৫ সালে ইতিহাসে লিপিবিদ্ধ সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৩০৪।

দ্বিতীয় আগমনের ঘোষণা দানকারী লক্ষণগুলি ১৭৯৮-এর অল্প আগে, ১৭৫৫ সালে শুরু হয়। ১৭৯৮ ছিল আত্মিক ইস্রায়েলের আত্মিক বাবিলনে বন্দিদশার পরিসমাপ্তি; সিস্টার হোয়াইট শিক্ষা দেন যে এটি আক্ষরিক ইস্রায়েলের আক্ষরিক বাবিলনে আক্ষরিক বন্দিদশা দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, যা বন্দিদশার সত্তর বছরের শেষে সমাপ্ত হয়েছিল, যখন সাইরাস খোলা ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বাবিলন দখল করেন এবং বেলশাজ্জারকে হত্যা করেন।

> "আজ ঈশ্বরের মণ্ডলী পথভ্রষ্ট মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরীয় পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত এগিয়ে নিতে মুক্ত। বহু শতাব্দী ধরে ঈশ্বরের লোকেরা তাদের স্বাধীনতার ওপর সীমাবদ্ধতা ভোগ করেছে। সুসমাচারকে তার বিশুদ্ধতায় প্রচার করা নিষিদ্ধ ছিল, এবং যারা মানুষের আদেশ অমান্য করার সাহস করত তাদের ওপর সবচেয়ে কঠোর শাস্তি আরোপ করা হতো। এর পরিণতিতে, প্রভুর মহান নৈতিক দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রায় সম্পূর্ণ খালি পড়ে ছিল। লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যের আলোর থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের অন্ধকার সত্য ধর্মের জ্ঞানকে মুছে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। পৃথিবীতে ঈশ্বরের মণ্ডলী এই দীর্ঘ অবিরাম নির্যাতনের সময়ে যতটা সত্যিই বন্দিত্বে ছিল, ঠিক তেমনই নির্বাসনের সময়ে বাবিলনে ইস্রায়েলের সন্তানরা বন্দী ছিল।" ভবিষ্যদ্বক্তাগণ ও রাজাগণ, ৭১৪।

বাবিলনে সত্তর বছরের সমাপ্তি ১৭৯৮-এর পূর্বরূপ ছিল, এবং ১৭৯৮-এর আগে এমন লক্ষণ ছিল, যা ঘোষণা করেছিল যে খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তন আসন্ন।

> "বাবিলনের প্রাচীরের সামনে কোরেশের সেনাবাহিনীর আগমন ইহুদিদের কাছে এ চিহ্ন ছিল যে তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি ঘনিয়ে আসছিল। কোরেশের জন্মের এক শতাব্দীরও বেশি আগে, ঐশী প্রেরণায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, এবং তিনি অপ্রস্তুত অবস্থায় কীভাবে বাবিলন নগরী দখল করবেন ও বন্দীদশার সন্তানদের মুক্তির পথ প্রস্তুত করবেন—এই কাজগুলোর একটি বিবরণ লিপিবিদ্ধ করা হয়েছিল।" ভবিষ্যদ্বক্তারা ও রাজারা, ৫৫১.

সাইরাসও ১৭৯৮ সালের পূর্ববর্তী চিহ্নসমূহের প্রতিরূপ ছিলেন। ইতিহাসকারেরা দারিয়ুস ও সাইরাসের শাসন সম্পর্কে বেশ অস্পষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য সুস্পষ্ট। মীদি-পারস্য সাম্রাজ্য ব্যাবিলনের সাম্রাজ্যের পরবর্তী ছিল, এবং মীদি-পারস্যের প্রথম রাজা ছিলেন দারিয়ুস, যদিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাইরাসই সেই সেনাপতি ছিলেন যিনি বেলশৎসরের শেষ ভোজের রাত্রিতে ব্যাবিলন দখল করেছিলেন। সাইরাস ও দারিয়ুস উভয়েই সত্তর-বছরের বন্দিত্বের সমাপ্তিকালের প্রতিরূপ, যা ১৭৯৮ সালের শেষকালের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যা আরও ১৯৮৯ সালের শেষকালেরও প্রতিরূপ।

মোশের ইতিহাসে শেষের সময়টি হারুন ও মোশের জন্মের মাধ্যমে, যেগুলো তিন বছরের ব্যবধানে ঘটেছিল, চিহ্নিত হয়েছিল। সেই ইতিহাসটি খ্রিস্টের ইতিহাসের সর্বাধিক নিখুঁত প্রতিরূপ ছিল, এবং সেই ইতিহাসে শেষের সময় চিহ্নিত হয়েছিল যোহনের জন্মের মাধ্যমে, এবং ছয় মাস পরে তার চাচাতো ভাই যীশুর জন্মের মাধ্যমে। শেষের সময়ের দুটি মাইলফলক

আছে, এবং দারিয়ুস ও সাইরাস উভয়েই সত্তর বছরের বন্দিত্বের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিলেন, যা বারোশো ষাট বছরের বন্দিত্বের সমাপ্তির প্রতীক ছিল। ১৭৯৮ সালে পোপীয় জন্তুর মরণঘাতী ক্ষতের পরের বছরই, সেই জন্তুর ওপর চড়ে বসে এবং তার ওপর রাজত্ব করেছিল যে ব্যক্তি, তার মৃত্যু ঘটে। ১৯৮৯ সালে রিগ্যান এবং প্রথম বুশ, দুজনেই রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

সাইরাস শেষের সময়ের আগমনের ঘোষণা দিয়ে এমন লক্ষণগুলো চিহ্নিত করেন, এবং তিনি শেষ সময়টিকেও চিহ্নিত করেন। তিনি জ্ঞানের বৃদ্ধি, এক দেবদূত অবতরণ করলে প্রথম বার্তার শক্তিসঞ্চার, এরপর ভিত্তি স্থাপনের জন্য হাতে নেওয়া কাজ—অর্থাৎ মন্দির নির্মাণের কাজ—এবং চুক্তির দূত হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এলে তৃতীয় দেবদূতের আগমন—এই সবকিছুকেই চিহ্নিত করেন।

> পারস্যের রাজা সাইরাসের তৃতীয় বছরে দানিয়েলের কাছে এক বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম ছিল বেল্তেশজ্জার; এবং বিষয়টি সত্য ছিল, কিন্তু নির্ধারিত সময় ছিল দীর্ঘ; এবং তিনি বিষয়টি বুঝেছিলেন, ও দর্শনের অর্থও উপলব্ধি করেছিলেন। সেই দিনগুলোতে আমি, দানিয়েল, পূর্ণ তিন সপ্তাহ শোক করছিলাম। আমি কোনো সুস্বাদু রুটি খাইনি, মাংস বা মদ আমার মুখে আসেনি, আমি একেবারেই নিজেকে তেল মাখিনি—যতক্ষণ না পুরো তিন সপ্তাহ পূর্ণ হলো। আর প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনে, আমি যখন মহান নদীর তীরে ছিলাম, যার নাম হিদ্দেকেল। দানিয়েল ১০:১-৪।

কোরেশ ও বেলতেশজ্জারের প্রতীক শেষ দিনের একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। বেলতেশজ্জারের প্রতীক আমাদের জানান দেয় যে যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তাঁরা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, যারা চুক্তির জনগণের শেষ প্রজন্ম। তাঁদের কোরেশের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে স্থাপন করা হয়েছে; কোরেশ ১৭৯৮, ১৯৮৯ এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আগের ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করেন, কারণ কোরেশ ঐ সকল মাইলফলকেরই প্রতীক। তিনি ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের হতাশাকেও, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে শিগগির আসতে চলা রবিবার-আইনকেও প্রতিনিধিত্ব করেন। দানিয়েলের শেষ দর্শনটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে কোথায় স্থাপিত তা নির্ধারণের চাবিকাঠি হলো, দানিয়েল কী জানেন।

প্রথম পদে দানিয়েল (বেল্তেশাসর) 'বিষয়' এবং 'দর্শন'—উভয়েরই বোঝাপড়া আছে। 'বিষয়' হলো হিব্রু শব্দ 'দাবার', যার অর্থ 'শব্দ'; এবং গাব্রিয়েল এটি ব্যবহার করেন 'খাজোন' দর্শনকে বোঝাতে, যা দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছর ('সাত বার')। প্রথম পদের যে 'দর্শন' দানিয়েল বোঝে, তা হলো 'মারেহ' দর্শন—দুই হাজার তিনশ বছর। শেষ দিনের ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ জনগণ ১৯৮৯ সালে অন্তের সময়ে 'সাত বার' বোঝেনি। তারা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পর পর্যন্ত 'সাত বার' বোঝেনি, তাই দানিয়েলকে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পর সাইরাস দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ভাববাদী সংস্কার আন্দোলনের সময়ে থাকতে হবে, কারণ চূড়ান্ত ভাববাদী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী দানিয়েল 'বিষয়' এবং 'দর্শন'—উভয়ই বোঝে।

দানিয়েলকে একুশ দিনের শোকপর্বে অবস্থানরত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শোকের "সেই দিনগুলোতে" দানিয়েল "বিষয়টি" বুঝতে পারলেন, এবং তিনি "দর্শন"-এরও বোধ লাভ করলেন। "বিষয়টি" দ্বারা উপস্থাপিত সত্য শোকের দিনগুলোতেই দানিয়েলের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। মধ্যরাত্রির আহ্বানের ঠিক পূর্বে সংস্কারের ধারাসমূহে ঈশ্বরের লোকদের "শোকরত" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিজয়ী প্রবেশের ঠিক পূর্বে, লাজারের জন্য

মার্থা ও মরিয়মের শোক করার মধ্য দিয়ে এই শোককে উপস্থাপন করা হয়েছে। মিলারপন্থীদের ইতিহাসে প্রথম নিরাশার পর যে নিরুৎসাহ প্রকাশিত হয়েছিল, যিরমিয়ের দ্বারা ব্যক্ত সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও এটি চিত্রিত হয়েছিল।

> তোমার বাক্যগুলি আমি পেয়েছিলাম, এবং আমি সেগুলি ভক্ষণ করেছিলাম; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়ের আনন্দ ও উল্লাস হয়েছিল; কারণ আমি তোমার নামে ডাকা হয়েছি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু ঈশ্বর। উপহাসকারীদের সমাবেশে আমি বসিনি, উল্লাসও করিনি; তোমার হাতের কারণে আমি একাই বসেছিলাম; কারণ তুমি আমাকে ক্ষোভে পূর্ণ করেছে। আমার যন্ত্রণা কেন চিরস্থায়ী, আর আমার ক্ষত কেন নিরাময়হীন, যা আরোগ্য হতে অস্বীকার করে? তুমি কি সম্পূর্ণই আমার কাছে এক মিথ্যাবাদীর মতো হবে, এবং শুকিয়ে যাওয়া জলের মতো? যিরমিয়াহ ১৫:১৬-১৮।

যিরমিয়াহ "আনন্দ" করেননি—যা প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোতে সদোম ও মিশরের নাগরিকেরা দুই সাক্ষীর মৃত্যুর সময় করেছিল। "আনন্দ না করা" মানেই শোক করা। বেলতেশোজ্জারের শোক দুই সাক্ষীর মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শোককে চিহ্নিত করে। ১৮ জুলাই, ২০২০ এবং ৩ নভেম্বর, ২০২০-এ, পৃথিবীর পশুর সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গ ও রিপাবলিকান শৃঙ্গসমূহের দুই সাক্ষী সদোম ও মিশরের রাস্তায় নিহত হয়েছিল, যেখানে আমাদের প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন আমাদের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা শোক করতে শুরু করেছিল। সেই দুই সাক্ষীকে প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোতে মোশি ও এলিয়াহ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

পবিত্র শাস্ত্রে খ্রিস্টকে মিখায়েল হিসেবে মোট পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে—দানিয়েল পুস্তকে তিনবার, যিহূদার পত্রে একবার এবং প্রকাশিত বাক্যে আরেকবার। আমরা যে দশম অধ্যায়টি এখন বিবেচনা করছি, সেখানে মিখায়েলের উল্লেখ হয়েছে দু'বার—তেরো ও একুশ পদে—এবং পরে আবার বারোতম অধ্যায়ের প্রথম পদে। প্রকাশিত বাক্য বারো অধ্যায়ের সাত পদে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যিহূদার পত্রে মিখায়েলকে মূসাকে পুনরুত্থিতকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; আর প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ে মূসা রাস্তার মধ্যে মৃত অবস্থায় থাকা সাক্ষীদের একজন হিসেবে উল্লিখিত।

> সুতরাং আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—যদিও তোমরা একসময়ই এ কথা জানতেই—যে প্রভু মিশরের দেশ থেকে লোকদের উদ্ধার করার পর, পরবর্তীতে যারা বিশ্বাস করেনি তাদের ধ্বংস করেছিলেন। আর যে স্বর্গদূতরা তাদের আদি মর্যাদা রক্ষা করেনি, বরং নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল, তিনি তাদের মহা দিনের বিচার পর্যন্ত অন্ধকারে চিরস্থায়ী শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছেন। যেমন সদোম ও গোমোরাহ, এবং তাদের চারপাশের শহরগুলোও, একইভাবে ব্যভিচারে নিজেদের সমর্পণ করে এবং ভিন্ন দেহের পশ্চাতে গমন করে, তারা চিরন্তন অগ্নির শাস্তি ভোগ করে সকলের জন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদ্রূপ এই অশুচি স্বপ্নদর্শীরাও দেহকে অপবিত্র করে, কর্তৃত্বকে তুচ্ছ করে, এবং মর্যাদাধারীদের বিষয়ে নিন্দা করে। তবুও প্রধানদূত মিখায়েল, যখন শয়তানের সাথে মোশির দেহ নিয়ে বিরোধ করছিলেন ও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে নিন্দামূলক অভিযোগ আনতে সাহস করেননি; বরং বলেছিলেন, 'প্রভু তোমাকে ভর্ত্সনা করুন।' যিহূদা ৫–৯।

যিহূদার পত্রে, সদোম ও মিশর—যা প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে মূসা ও এলিয়াহ যেখানে নিহত হন সেই মহান নগরকে প্রতিনিধিত্ব করে—এই প্রেক্ষাপটে, মিখায়েল দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত খ্রীষ্ট মূসার দেহকে পুনরুত্থিত করেন। প্রকাশিত বাক্যের একাদশ

অধ্যায়ে মূসা ও এলিয়াহ প্রতীকী সাড়ে তিন দিন ধরে মৃত ছিলেন, এবং মিখায়েল স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হলে বেল্তেশোজ্জারের শোকের দিনসমূহের অবসান ঘটে। পংক্তির পর পংক্তি, দানিয়েলে গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের প্রথম থেকে চতুর্থ পদ সেই শোককালকে চিহ্নিত করছে, যা মিখায়েলে দুই সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করলে শেষে হয়।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই অধ্যয়নটি চালিয়ে যাব।

> পিতা মূসা ও ঈলিয়াকে খ্রিষ্টের প্রতি তাঁর দূত হতে চয়ন করেছিলেন, যাতে তাঁরা স্বর্গের আলো দিয়ে তাঁকে মহিমান্বিত করেন এবং তাঁর আসন্ন যন্ত্রণার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন; কারণ তাঁরা মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে বাস করেছিলেন; তাঁরা মানবীয় দুঃখ ও কষ্টের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, এবং যীশুর পার্থিব জীবনের পরীক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারতেন। ঈলিয়া, ইস্রায়েলের নবী হিসেবে, খ্রিষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, এবং তাঁর কাজ কোনো মাত্রায় ত্রাণকর্তার কাজের অনুরূপ ছিল। আর মূসা, ইস্রায়েলের নেতা হিসেবে, খ্রিষ্টের স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এবং তাঁর নির্দেশে অনুসরণ করে; অতএব, ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে সমবেত সমস্ত স্বর্গীয় বাহিনীর মধ্যে, এই দুজনই ঈশ্বরপুত্রের সেবায় সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলেন।
>
> যখন মোশি ইস্রায়েলীয়দের অবিশ্বাসে ক্রুদ্ধ হয়ে, ক্রোধে শিলাকে আঘাত করে এবং তারা যে জল চেয়েছিল তা তাদের জোগান দেন, তখন তিনি সেই গৌরব নিজের জন্য নিলেন; কারণ ইস্রায়েলের অকৃতজ্ঞতা ও হঠকারিতায় তাঁর মন এমনভাবে আচ্ছন্ন ছিল যে, ঈশ্বর তাঁকে যে কাজটি করতে আদেশ করেছিলেন, তা সম্পাদন করার সময় তিনি ঈশ্বরকে সম্মান করতে এবং তাঁর নাম মহিমান্বিত করতে ব্যর্থ হলেন। সর্বশক্তিমানের পরিকল্পনা ছিল ইস্রায়েলীয়দেরকে প্রায়ই সংকটাপন্ন অবস্থায় নিয়ে আসা, এবং তারপর তাদের মহা প্রয়োজনে তাঁর শক্তি দ্বারা উদ্ধার করা, যাতে তারা তাদের প্রতি তাঁর বিশেষে অনুগ্রহ চিনতে পারে এবং তাঁর নাম মহিমান্বিত করে। কিন্তু মোশি নিজের হৃদয়ের স্বাভাবিক তাড়নায় নতি স্বীকার করে, ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান নিজে গ্রহণ করলেন, শয়তানের ক্ষমতার অধীন পড়লেন, এবং তাঁকে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হলো। যদি মোশি অটল থাকতেন, প্রভু তাঁকে প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতেন, এবং তারপর তাঁকে মৃত্যু না দেখিয়ে স্বর্গে তুলে নিতেন।
>
> যেমন ঘটেছিল, মোশি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর দেহে পচন ধরার আগেই তাঁকে পুনরুত্থিত করেছিলেন। যদিও শয়তান মোশির দেহ নিয়ে মিখায়েলের সঙ্গে বিরোধ করেছিল এবং সেটিকে নিজের ন্যায্য শিকার বলে দাবি করেছিল, তবুও সে ঈশ্বরের পুত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনি; আর পুনরুত্থিত ও মহিমায়িত দেহসহ মোশিকে স্বর্গীয় দরবারে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং তিনি এখন সম্মানিত দুজনের একজন ছিলেন, পিতার দ্বারা তাঁর পুত্রের সেবা করতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
>
> নিজেদেরকে এতটাই নিদ্রাভারে আচ্ছন্ন হতে দেওয়ার ফলে, শিষ্যরা স্বর্গীয় দূতদের সঙ্গে মহিমান্বিত মুক্তিদাতার যে কথোপকথন ছিল, তা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু হঠাৎ গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠে, তাঁদের সামনে যে মহিমান্বিত দর্শনটি দেখা দিল, তা দেখে তারা উল্লাস ও শ্রদ্ধাভয়ে পরিপূর্ণ হল। তাঁদের প্রিয় প্রভুর দীপ্তিময় রূপের দিকে চেয়ে, তাঁরা হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে বাধ্য হলেন; কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছাদিত যে অবর্ণনীয় মহিমা, যা সূর্যের ন্যায় আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করে, তা অন্যভাবে সহ্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল না। অল্পক্ষণের জন্য শিষ্যরা তাঁদের প্রভুকে তাঁদের চোখের

সামনইে মহমিান্বতি ও উন্নীতরূপে দর্শন করল, এবং সইে উজ্জ্বল সত্তাগণরে দ্বারা সম্মানতি, যাঁদরে তাঁরা ঈশ্বররে অনুগ্রহভাজন বলে চনিতে পারল। ভবষ্যিদ্বাণীর আত্মা, খণ্ড ২, পৃ. ৩২৯, ৩৩০।